স্পট :
ঢাকা মহানগরী

‘কইছিলেন মুরগি খাওয়াইবেন সকালে দিচ্ছেন মরা গরুর মাংস’

নির্বাচনের দিন ভোট কেন্দ্রগুলোতে ছিল প্রচুর মানুষের ভিড়। বিশেষ করে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। ভোটের আগে প্রচুর ভূয়া ভোটারের অভিযোগ করেছিল বিএনপি। এছাড়াও অজানা এক আতঙ্কও ছিল ঢাকাবাসীর মধ্যে। ১ অক্টোবর ঢাকার বিভিন্ন ভোট কেন্দ্র ঘুরেছেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিনিধি **মোহসিউল আদনান** ও **বদরুদ্দোজা বাবু**। ভোট কেন্দ্র ঘুরার সময় বিভিন্ন ঘটনার ছবি তুলেছেন **ডেভিড বারিকদার**

একজন পঙ্গু লোক ভোট দিচ্ছেন

ভোট দেয়া শেষ, চলছে গণনা

ভোট কেন্দ্রে পুলিশী তৎপরতা

সকাল ৭.০০ : মিরপুর ৬নং সেকশন। ঢাকা-১১ আসনের এলাকা 'ট' ব্লক এবং 'ডি' ব্লকের মাঝামাঝি সড়কে কয়েকটি রিকশা দাঁড়ানো। ভোর থেকেই আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র কর্মীরা মাঠে নেমে গেছে। উভয় দলের কর্মীরা প্রথম কাজ হিসেবে অনেক রিকশা ভাড়া করেছে। এলাকার আশপাশেই কয়েকটি ভোট কেন্দ্র। ভোটারদের যাতে কেন্দ্রে যেতে কোনো অসুবিধা না হয়, তার জন্য এই ব্যবস্থা। প্রতিটি রিকশা ১০০ টাকা হিসেবে ভাড়া করা হয়েছে। নির্বাচনী ক্যাম্পের সামনে দু'দলই ভোটার তালিকা নিয়ে চেয়ার-টেবিল বিছিয়ে বসেছে। এলাকার ভেতর থেকে যখনই কোনো ভোটার বের হচ্ছে দুই দলই তাকে অনুরোধ করছে তাদের কাছ থেকে রিকশা সার্ভিস নেওয়ার।

রেজওয়ানুল হক তার স্ত্রীকে নিয়ে যাচ্ছে মিরপুর বাংলা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে। রিকশা সার্ভিস উপেক্ষা করে তিনি হেঁটেই যাচ্ছেন সেখানে। প্রশ্ন করতেই বললেন, 'সকাল সকাল ভোট দেওয়া ভালো। পরে লাইন বড় হয়ে যাবে। কোনো দলের রিকশায় উঠলে সবাই তো বুঝেই যাবে আমি কোন দলে ভোট দিচ্ছি।'

ভোট কেন্দ্রে দায়িত্বরত প্রিজাইডিং অফিসার শফিকুল ইসলাম

মিরপুর ২নং বাসস্ট্যান্ড। স্ট্যান্ডের সঙ্গে লাগানোই ন্যাশনাল বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়। এই সেকশনের সবচেয়ে বড় ভোট কেন্দ্র। সেনাবাহিনীর একটি বিশাল জিপ গেটের পাশে দাঁড়ানো। স্কুলের গেট এখনও খোলেনি। ইতিমধ্যে প্রায় দুইশ' ভোটার এসে গিয়েছে তাদের ভোট দিতে। এদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাই বেশি। হামিদা বানু গতকাল রাতেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কাকে ভোট দেবেন। সেই সিদ্ধান্তকে ব্যালটের মাধ্যমে জানাতে ছুটে এসেছেন কেন্দ্রে। তিনি বলেন, 'ফার্স্ট আওয়ারে ভোট দেওয়া ভালো। একটা উৎসব উৎসব ভাব থাকে। অনেকের সঙ্গে দেখা হয়। লাইনে দাঁড়িয়ে গল্প করতে করতে সময় কেটে যায়।'

আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছেন কয়েকজন পুলিশ সদস্য

৭.৩০ : ৮টার সময় দেশের সকল কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ শুরু হলেও ভোটারদের লাইন শুরু হয়েছে ভোর থেকেই। মিরপুর ১০ নম্বর আইডিয়াল গার্লস স্কুল কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ এখনও শুরু হয়নি। গেটের বাইরে ভোটারদের বিশাল লাইন। লাইনে দাঁড়ানো মানুষরা আজকের দৈনিক পত্রিকা পড়ছে। বিভিন্নজন বিভিন্ন ধরনের সম্ভাবনার কথাও বলছেন। অনেকে কেন্দ্রের সামনে এসে খুঁজছেন নির্বাচনী ক্যাম্প। আজগর আলী পুরো পরিবার নিয়ে হাজির হয়েছেন কেন্দ্রে। তার বাবা, মা, স্ত্রী এবং ছয় বছরের শিশু কন্যাও তার সঙ্গী। কথা হলো তার সঙ্গে।

: কেমন লাগছে...

: এখন পর্যন্ত ভালো, তবে ভোট দিতে পারলে ভালো।

: নির্বাচনী ক্যাম্প খুঁজছেন কেন?

: আমার মায়ের ভোটার নম্বর জানি না। নির্বাচনী ক্যাম্প থেকে জানতে চেয়েছিলাম।

৮.০০ : ইস্কাটন রোডের পাশে ইস্পাহানী বালিকা বিদ্যালয়। ৮টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ আনোয়ার তার হাত সরিয়ে নিলো গেট থেকে। একজন দু'জন করে ভোটার ঢুকছে কেন্দ্রে। এই স্কুলে মোট তিনটি কেন্দ্র ৭২, ৭৩ ও ৭৪ নম্বর। ৭৪নং কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার মাহবুব সরোয়ার তার চারটা বুথে ঘুরে ঘুরে দেখছেন। বাইরে ভোটার লাইন বেড়েই চলছে। দিলু রোড, ইস্কাটন রোড, বাংলামটরের বাসিন্দা এরা। সবাই সবার পরিচিত। লাইন বড় নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই। একে অপরে অভিমত আদান-প্রদান করছেন নিজেদের মধ্যে। ভবনের দোতলায় ৭২ নম্বর কেন্দ্রের ২ নম্বর কক্ষের প্রথম ভোটটি দিলেন কায়েস মাহমুদ।

এই দীর্ঘ লাইনই প্রমাণ করে ভোট কেন্দ্রে প্রচুর নারীর উপস্থিতি

তিনি ভোট দিয়ে কক্ষের বাইরে সঙ্গীর জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। কথা হলো তার সঙ্গে–

: নিজের পছন্দমত প্রার্থীকে ভোট দিয়েছেন?

: অবশ্যই, অবশ্যই...

: এত সকালে ভোট দিতে কেন আসলেন?

: গতবার ভোট দিতে পারিনি। কারণ দুপুরের পর এসে দেখি আমার ভোট কে যেন দিয়ে দিয়েছে। তাই আগে আসা। তবে সবার প্রথমে যে ভোট দেব তা কল্পনা করিনি।

ইতিমধ্যে এই কক্ষে ৫০০ ভোটারের মধ্যে পাঁচজনের ভোট পড়ে গিয়েছে। ৪ নম্বর কক্ষেও চারজনের ভোট দেওয়া হয়েছে। এখানে ৫৩৫টি ভোট। তিনতলার করিডরে বিশাল লাইন। পোলিং অফিসার-এর তালিকা শিটে একে একে নাম কাটা যাচ্ছে। ব্যালট বইয়েরও কয়েকটি পাতা ছেঁড়া হয়েছে, মগবাজার থেকে আসা মনির গোপন কক্ষে না গিয়ে সবার সামনে নৌকা প্রতীকের ওপরে সিল মারলো। তার বয়স হবে ৪৫-এর মত। কেন এই কাজটি করলো প্রশ্ন করতেই তিনি বলেন–

: আমি মানবাধিকার কর্মী।

: তাতে কি হয়েছে? এজন্য কি আপনার গোপন কক্ষে যাওয়া লাগবে না।

: এত সময় নেই। আমার কাজ আছে।

৮.২০ : জাহাঙ্গীর ভোটার লিস্টে তার নাম খুঁজে পাচ্ছে না। বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের পোলিং এজেন্টরা তালিকায় তার নাম খুঁজছে। কয়েকবার খোঁজার পরও তার নাম পাওয়া গেল না। কিন্তু তিনি বলছেন তিনি ভোটার এবং ভোট দিতে চান। প্রিজাইডিং অফিসার তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন নির্বাচন কমিশন থেকে পাঠানো তালিকায় যদি তার নাম না থাকে তাহলে তিনি ভোট দিতে পারবেন না। কিন্তু জাহাঙ্গীর নাছোড়বান্দা। তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেন 'আমি কমিশনের পাঠানো লিস্টে দেখেছি আমার নাম আছে কিন্তু এখানে এখন নেই কেন?

দিলু রোডের আবু জাফর তার ভোট দেওয়ার কক্ষ খুঁজে পাচ্ছে না। দোতলায় তার ভোটার কক্ষ হবার কথা থাকলেও সেখানে তার নাম নেই। তিনতলায় প্রতিটি রুমের তালিকা পরীক্ষা করছেন। সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার আমিনুল ইসলাম বলেন, 'প্রথমে হয়ত অনেকের নাম মেলে না কিন্তু পরে পাওয়া যায়। ভুলে হয়ত অন্য রুমের তালিকায় তার নাম চলে গেছে।'

আব্দুল মজিদ। ভিক্ষা করেন। এই এলাকার ভোটার। তার দুই পা কাটা। হাতে ভর দিয়ে তিনি উঠে এসেছেন তিনতলায়। তিনতলায় আসতেই আওয়ামী লীগের পোলিং এজেন্ট শিহাব তাকে দেখিয়ে দিলেন তার জন্য নির্ধারিত কক্ষ। সঙ্গে শিহাবও কক্ষে ঢুকে গেলেন। ব্যালট পেপার নিয়ে মজিদ শিহাবকে বললেন নৌকায় সিল মারতে। শিহাবও তাই করলো। সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার দেখেই চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'কি করেন আপনারা। এইখানে দেখেন না সাংবাদিক, পর্যবেক্ষক আছে!'

৯.০০ : মগবাজার মোড়ে চারপাশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘিরে রেখেছে। গলির ভেতরের কেন্দ্রে একটি ভোটার লাইন মোড় পর্যন্ত চলে এসেছে। মহিলাদের লাইনটিও বিশাল। এরা সবাই এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। বড় মগবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ৫টা রুমে মহিলা এবং পুরুষদের ভোট গ্রহণ চলছে। মোট বুথ আছে ৮টা। এই কেন্দ্রে মোট ভোটার আছে ৪৪১৫ জন। এই কেন্দ্রের ভোটার আলাউদ্দীন। বয়স হবে ৭০-এর ওপরে। ৮টার সময় এসেছেন কেন্দ্রে। এখনও তার সামনে ২০/২৫ জনের মত আছে। তিনি বলেন, 'বাবা আমার ভোট দিতে আর কত সময় লাগবে। আগে আগে ভোট দেওনের লাইগ্যা হেই সকাল বেলা আইছি। কিন্তু কোনো কাম হইলো না।'

এই কেন্দ্রের একটু সামনে এগুলে শাহনূরী মডেল হাই স্কুল। এই কেন্দ্রের ভোটের লাইন বড় মগবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত চলে গিয়েছে।

জনগণের রায় দেয়া শেষ, এসব পোস্টার এখন মূল্যহীন

আমাদের পাশ দিয়ে যেতেই একজন ভোটার বলে উঠলেন, 'দেখেন, এইখানে কোনো পুলিশ নাই। যে যার মত ঢুকতাছে। পুলিশের বংশ একেবারে ধ্বংস।' তিনটা ভোটার লাইন স্কুলের সীমানা ছাড়িয়ে রাস্তায় চলে এসেছে। এই স্কুলে তিনটা কেন্দ্র। ৬৮,৬৯,৭০ নম্বর কেন্দ্র। ৬৮নং কেন্দ্রে শেষ এক ঘণ্টায় ৩৪টা ভোট পড়েছে।

৯.৪৫ : বড় মগবাজার এলাকায় নজরুল শিক্ষালয়। কেন্দ্র নম্বর ৬৬। মোট ১১টা বুথ। রুমের চারপাশে অসংখ্য মানুষ। ভিড় সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন প্রিজাইডিং অফিসার আব্দুর রশিদ। পুলিশও মানুষ সরাতে

কোলে করে একজন ভোটারকে কেন্দ্রে নিয়ে আসছেন অপর এক ভোটার

পারছে না। বাইরে থেকে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের নেতারা ভেতরে ঢুকে তাদের প্রচারণা চালাচ্ছে। প্রিজাইডিং অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন–

: কেন্দ্রের জায়গার তুলনার ভোটার বেশি। আর প্রবেশের জায়গা এত ছোট যে সবাইকে ভেতরে ঢুকতে দিতে হচ্ছে। বুথের সংখ্যাও কম।

বিএনপির নেতা কাকন ২ নম্বর কক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

: এখানে কি করছেন আপনি?

: আমি আমার দলের পোলিং এজেন্টের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

: এখানে ভোট কি সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে?

: মোটামুটি সুষ্ঠুই হচ্ছে, তবে চারজন জাল ভোট দিতে এসে ধরা পড়েছে।

: দল সম্পর্কে কি অবস্থা বুঝছেন?

: এখন পর্যন্ত তো ভালো। ইনশাল্লাহ বিএনপি জিতবো।

১০.০০ : মগবাজার, ইস্কাটনে ভোট কেন্দ্রগুলো ঘুরে দেখা গেছে মহিলা ভোটারের সংখ্যা গতবারের তুলনায় বেশি। এলাকাবাসীও এ ধরনের মন্তব্য করেছেন। সবার মধ্যেই স্বতঃস্ফূর্ততার কোনো কমতি ছিল না। ৮০ বছরের বৃদ্ধা যেমন আছে তেমনি প্রথমবার ভোটার হওয়া মেয়েদের সংখ্যাও প্রচুর। সবাই দলবদ্ধভাবে উৎসবের আমেজে হাজির হচ্ছে কেন্দ্রে। মগবাজারের রাস্তায়ও যেন উৎসবের আমেজ। হোটেলগুলোতে প্রচন্ড ভিড়। সবার মুখে একই কথা 'নির্বাচন'।

১০.৪৫ : পথে দেখা হওয়া একজন পর্যবেক্ষক জানালো মধুবাগ শেরে বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়ে কি যেন সমস্যা হয়েছে। খবরটি পেয়েই ছুটলাম এই কেন্দ্রের দিকে। স্কুলের গেটের সামনে অনেক পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা দাঁড়িয়ে। তাদের কাছে কোনো সমস্যা হয়েছে কি না জানতে চাইলে জানালো, কোনো সমস্যা হয়নি। একটু দূরেই সারিবদ্ধভাবে মানুষ দাঁড়িয়ে। একজনের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'কিছুক্ষণ আগে এইখানে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। মহিলাদের ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের ক্ষেত্রে দুই দলই অসুবিধার সৃষ্টি করে।'

সেনাবাহিনীর তৎপরতাও ছিল লক্ষণীয়

গেটের ভেতরে বিশাল মাঠ। ভবনের করিডর, সিঁড়ি, মাঠ ছাপিয়ে ভোটার লাইন গেট পর্যন্ত। তিন ঘণ্টা ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন আসমা। তার মত অন্যান্যরাও। সবারই অভিযোগ, 'লাইন সামনে আগাচ্ছে না।' মিরবাগের সালমা আলীকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন–

: আমি দুই ঘন্টা দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত ভোট দিতে পেরেছি। কিন্তু অনেক মহিলা ভোটার আছে যারা লাইন দেখেই চলে গিয়েছে আবার অনেকে লাইনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছে। এই রকম হলে প্রায় অর্ধেকের মতো ভোট পড়বে না।

এই কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার শাহজাহান। তিনি জানান, এই কেন্দ্রে ৩১৫০ জন ভোটার ভোট দিতে পারবে। ইতিমধ্যে ছয়টা বুথে ৩০০ ভোট কাস্টিং হয়েছে। আঞ্জুমানারা বেগম পেশায় আইনজীবী। শাশুড়িকে নিয়ে ভোট দিতে এসেছেন। লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বৃদ্ধ শাশুড়ি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

ঢাকা ৮ ও ৯ আসনের বিএনপি প্রার্থী খন্দকার মাহবুব ও নাসিরউদ্দিন পিন্টুর সঙ্গে কথা বলছেন ২০০০ প্রতিনিধি

'আমার ভোট আমি দেবো, যাকে ইচ্ছা তাকে দেবো'

: কখন এসেছিলেন কেন্দ্রে?

: এসেছিলাম তো সকাল ৭টায়। এই মাত্র ভোট দিলাম। এই কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া অনেক স্লো।

৩ ও ৪নং বুথের নৌকা প্রতীকের পোলিং এজেন্ট ইয়াসমিন জানালেন, এখানে ভোটারের চাপ অনেক বেশি এবং জাল ভোটারও আছে প্রচুর। তারা একজন জাল ভোটারও ধরেছেন। তবে নির্বাচন এখন পর্যন্ত সুষ্ঠু হবার কথা বললেন। বিএনপি'র পোলিং এজেন্ট মাহমুদা ভূঁইয়াও সুষ্ঠু ভোট গ্রহণ হচ্ছে বলে অভিমত প্রকাশ করছেন। তিনি বলেন, 'আমরা একজন ভুয়া ভোটার ধরেছি। তিনি তার স্বামীর নাম বলতে পারেননি।'

দু'জন দু'দলের, রাজনীতিতেও এমন সহনশীলতা প্রয়োজন

মিরেরবাগ এলাকার কুলসুম এসে দেখে তার ভোট আরেকজন দিয়ে চলে গেছে। সে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারকে জিজ্ঞাসা করছেন এখন কি করবেন তিনি। এ প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন–

: আমরা এখন কুলসুমের ভোট নেব। কিন্তু তার ভোটটি ব্যালট বাক্সে না ফেলে নির্বাচন কমিশনের কথামত একটি খামে রাখবো। একে টেন্ডার ভোট বলে। নির্বাচন কমিশন পরবর্তীতে এই ভোট এবং তার নামে দেওয়া ভোটের ব্যবস্থা নেবো।

: এরকম টেন্ডার ভোটের সংখ্যা কত?

: সংখ্যা খুবই কম। কুলসুমকে নিয়ে দুটি হবে।

১১.১৫ : শেরে বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশেই পাওয়া গেল দু'দলের কর্মীদের। আওয়ামী লীগের গাজী আসাদ অভিযোগ করে বলেন, 'বিএনপি'র কর্মীরা ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। এই এলাকায় অনেক জাল ভোট আছে সেগুলো তারা দেওয়ার চেষ্টা করছে।'

এই ওয়ার্ডের বিএনপি'র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্টকে একটু সামনেই পাওয়া গেল। তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগ বার বার মহিলা কেন্দ্রে গিয়ে সমস্যা করছে। তারা সাধারণ মানুষকে জোর করছে যাতে ভোট নৌকায় মারে। তবে এই কেন্দ্রে বুথ কম হয়ে যাওয়ার কারণে প্রেসারটা একটু বেশি।

এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল গতবার এই কেন্দ্র থেকে ইকবাল ৩০০ ভোটে জিতেছিল। তবে এবার পরিস্থিতি ভিন্ন। দুই দলই আশা করছে এই কেন্দ্র থেকে জেতার। কেন্দ্রে অনেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোট আছে। তাদেরই নিজস্ব মার্কায় সিল দিতে জোর করছে উভয় দলের কর্মীরা।

১২.০০ : ৫৪ নং ওয়ার্ডে শাহ নূরী বালিকা বিদ্যালয়। ৭৭ নম্বর কেন্দ্র এটি। ১৩ হাজারের ওপরে ভোটার আছে এখানে। বিএনপি'র নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করলেন, আওয়ামী লীগের মহিলা কমিশনার হেলেনা ৫০০ টাকার বিনিময়ে বস্তির ভোট কিনছেন কেন্দ্রের সামনে। তবে সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে কথা বলে এর কোনো সত্যতা পাওয়া গেল না। একেএম মহিউদ্দীন এই কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার। তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম দেয়ালে সাঁটা প্রধান দুই দলের পোস্টারের প্রতি।

: আমরা এই কেন্দ্রে গতকাল রাতে এসেছি। তারপরও নিরাপত্তা কর্মীদের নিয়ে উদ্যোগ নিয়েছিলাম পোস্টার ওঠানোর। কিন্তু এলাকাবাসী জানালো, এতে উত্তেজনা বাড়তে পারে।

: আপনার কেন্দ্রে ভোট কেমন হচ্ছে?

: ইতিমধ্যে হাজারের কাছাকাছি ভোট পড়েছে এবং ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়াও সুষ্ঠু হচ্ছে।

১.৩১ : ঢাকা ১১ আসনের ৫৩ নং কেন্দ্র। মিরপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। এই কেন্দ্রের পাশেই ৬নং ওয়ার্ডের কমিশনার আহসানউল্লাহ-হাসান-এর বাসা। আওয়ামী

সকাল থেকেই দীর্ঘ লাইন, দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্ত এক বৃদ্ধা জিরিয়ে নিচ্ছেন

লীগ কর্মীদের অভিযোগ, বিএনপির কর্মীরা ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। দুই দলই ভোটারদের কেন্দ্রে আনার জন্য রিকশার ব্যবস্থা করেছে। সিলপাড় বস্তির কিছু ভোট এই কেন্দ্রে পড়ার কারণে দুই দলের তৎপরতাও এই কেন্দ্রে বেশি। বিএনপির একজন নেতা বলেন, গতকাল রাত ১২টার দিকে কামাল আহমেদ মজুমদার তার পাজেরো নিয়ে বস্তিতে ঢোকেন। সেখানে রাতে ভোটারদের প্রচুর অর্থ দেন কামাল মজুমদার।

কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার সহিদুর রহমান জানান, এই কেন্দ্রে কোনো জাল ভোট ধরা পড়েনি। তবে প্রচুর চ্যালেঞ্জ আছে। এদের ভোটার তালকার সঙ্গে বাবার নাম কিংবা বয়সের মিল নেই। প্রিজাইডিং অফিসার বলেন–

: এক্ষেত্রে আমাদের করার কিছু নেই। কিছু কিছু ভোট দিতে আসা মানুষের ক্ষেত্রে দেখা গেছে তাদের ভোটার তালিকার সঙ্গে বয়সের পার্থক্য কিংবা বাবা, স্বামীর নামের মিল নেই। কমিশনের ভুলের কারণে এটা হয়েছে।

: আপনারা কি তাদের ভোট দিতে দিয়েছেন?

: এরকম অবস্থায় বিএনিপ কিংবা আওয়ামী লীগের পোলিং এজেন্টরা চ্যালেঞ্জ করে। তাদের আপত্তি থাকলে ঐ প্রার্থী ভোট দিতে পারে না।

২.৩০ : বিএনপি বস্তি বাংলাদেশের বস্তিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়। গত নির্বাচনে এই আসনের বিজয়ী প্রার্থী মকবুল হোসেন এই বস্তি থেকে প্রচুর ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছিলেন। এবারও প্রধান দুই দলের প্রার্থীর প্রথম টার্গেট বস্তির ১৩ হাজার ভোট। এই ভোট যার পক্ষে বাড়বে সে অনেক দূর এগিয়ে যাবে। বস্তির এক অংশের ভোটকেন্দ্র হচ্ছে ৪নং কেন্দ্র শেরে বাংলানগর উচ্চ বিদ্যালয়। বস্তির লোকজনদের আনা-নেয়ার জন্য দুই প্রার্থীই রিকশা ভাড়া করেছে। আমরা যখন এই আসনে পৌঁছাই তখন ঢাকা ৯ আসনের প্রার্থী মাহবুব হোসেন এই কেন্দ্রেই অবস্থান করছিলেন। কেন্দ্রের গেটেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

: আপনার এলাকায় ভোট গ্রহণ কেমন হচ্ছে?

: কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া ভালো। ৪২ নং ওয়ার্ডে বাদশাহ ফয়সাল স্কুলে ভোটারদের সমস্যা হয়েছে। এছাড়া সব জায়গায় সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে।

: এই কেন্দ্রে আপনার অবস্থা কি?

: এখন পর্যন্ত ভালো। শুনেছি বিএনপিতে বেশি ভোট পড়ছে।

লাইনে দাঁড়িয়ে দেশের খবর জেনে নিচ্ছেন এক ভোটার

: আর পুরো মোহাম্মদপুর আসনে...?

: আমি তো আশাবাদী।

এ কথা বলেই তিনি গাড়িতে উঠে বসলেন, তার পেছন পেছন ছুটলো আরো কয়েকটি গাড়ি। কেন্দ্রের পাশেই দাঁড়ানো বস্তির কয়েকজন লোক। এদের সবার গায়ে মকবুলের গেঞ্জি চড়ানো। 'কি বুঝতাছেন ভাই' জিজ্ঞাসা করার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো 'নৌকার জয় হবে এইখানে'। প্রিজাইডিং অফিসার ওয়াসিফুল হক ছোটাছুটি করছেন। তিনি এ কেন্দ্র সম্পর্কে বলেন, ভোটারদের বেশির ভাগই অশিক্ষিত। এটাই প্রধান অসুবিধা। দু'একটা ভোট টেন্ডার হয়েছে, সকালের দিকে এই কেন্দ্রে প্রচুর ভিড় ছিল। তখনই ৬০% ভোট পড়ে গেছে।

বের হবার সময় দেখা গেল একটি রিকশাকে ঘিরে জটলা। এগিয়ে গেলাম সেদিকেও। আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা নিজেদের মধ্যে আলাপরত। আওয়ামী লীগের সাইফুল ইসলাম রিকশায় বসা আওয়ামী লীগ নেতাদের উদ্দেশে চিৎকার করে বলছে, 'কইছিলেন মুরগি খাওয়াইবেন। সকালে দিচ্ছেন মরা গরুর মাংস। কেন্দ্রে পোলিং এজেন্টদের খাওয়ার জন্য কোনো পানি নেই। এই রকম হইলে কিন্তু কাজ চলবো না।'

আমরা কাছে যেতেই অভিযোগ করে বললেন, 'ভিতরে জাল ভোট পড়তাছে। একটু গিয়ে দেখেন।'

: এই কেন্দ্রের অবস্থা কি রকম?

: ৪১ নং ওয়ার্ড থেকে প্রতিবারই আওয়ামী লীগ জিতে। এবারও জিতবো।

৩.০০ : চন্দ্রিমা উদ্যান। পাশে ক্রিসেন্ট লেক। অন্যান্য দিনের মত প্রেমিক-প্রেমিকা জুটি ঘোরাঘুরি না করলেও দুই-এক জুটিকে দেখা যাচ্ছে। হাতিরপুল থেকে এসেছেন আসাদ ও কান্তা। কান্তা বান্ধবীর বাসায় যাবার কথা বলে বাসা থেকে বেরিয়েছে। দুজনই ভোটার।

: আপনারা কি ভোট দিয়েছেন?

: না, এখনও দেওয়া হয়নি।

ভোটদান শেষ, টিভি সেটের সামনে অপেক্ষমান কর্মী

: দেবেন না...

: সকালের দিকে ভিড় ছিল। এখন বাড়ি ফিরে দেবে।

৩.৩০ : ঢাকা-৮ আসন। পুরনো ঢাকার সরু গলির চারপাশে আওয়ামী লীগ প্রার্থী হাজী সেলিম ও বিএনপি প্রার্থী নাসির উদ্দিন পিন্টুর পোস্টার। মাথার ওপরও রশি দিয়ে ঝুলানো হয়েছে। চকবাজার শিশু হাসপাতাল কেন্দ্রের সামনে প্রধান দুই দলের কর্মীর সংখ্যাই বেশি। একটু আগে এই কেন্দ্রে তেমন একটা ভিড় না থাকলেও শেষ সময়ে ভোট দিতে ভোটারের ভিড় লেগেছে। মহিলা ভোটারের লাইনটিও বেশ বড়। প্রিজাইডিং অফিসার জানালেন, ইতিমধ্যে এই কেন্দ্রে ৮০% ভোট কাস্ট হয়ে গেছে। কেন্দ্র থেকে বের হতে অপেক্ষমাণ মানুষ জানতে চাইলো–

: কি অবস্থা ভাই। কার পক্ষে বেশি ভোট পড়ছে?

: আমরা কিভাবে বলবো। ফলাফল হলে জানতে পারবেন।

লালবাগ, উর্দু রোড, চকবাজার, হাজারীবাগ এলাকার সব মানুষ ফলাফল জানার জন্য কেন্দ্রের সামনে জড়ো হতে শুরু করেছে। চায়ের দোকানের পাশে চলছে উত্তপ্ত আলোচনা। সবার প্রশ্ন, সেলিম না পিন্টু? চায়ের দোকানের পাশে যেতেই হাজারীবাগ এলাকার আব্দুর রশিদ জানতে চাইলেন–

: ভাই সারা দেশে কি অবস্থা?

: হ্যাঁ, খুবই ভালোভাবে ভোট হচ্ছে।

: কোন দল আসবে জানতে চাচ্ছি...

: কিভাবে বলবো ভাই...

: আপনারা সাংবাদিক। আপনারা না কইতে পারলে কে কইতে পারবো।

৪.০০ : হাজারীবাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। চারটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রের গেট বন্ধ হয়ে গেল। এখন ভেতরে যে সমস্ত ভোটার আছে শুধু তাদের ভোট নেওয়া হবে। ৩নং কেন্দ্রে মোট ভোটার ৪৭৭৬ জন। এদের মধ্যে মহিলাদের ৯০% ভোট পড়ে গেছে। দুটি বুথে এখনও ছোট ভোটার লাইন। হাজারীবাগ রোডের ফাতেমা খাতুনের কাছে জানতে চাইলাম কেন এত দেরিতে ভোট কেন্দ্রে এলেন।

: বাড়ির কাম সারতে সারতে দেরি হয়ে গেছে।

: বাড়ির সবাই কি ভোট দিয়েছে?

: পুরুষ ভোটার সবাই দিয়েছে। শুধু আমার মেয়ে ভোট দিবার চায় না।

কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার শফিকুল ইসলাম নিজের রুমে বসে কাজ করছিলেন।

: এই কেন্দ্রে কোনো ধরনের ঘটনা কি ঘটেছে?

: না, যেমন বড় কোনো ঘটনা ঘটেনি। ৩টা টেন্ডার ভোট দেওয়া হয়েছে। আর ১৩/১৪ বৎসর বয়সের একটি ছেলে এসেছিল ভোট দিতে। কিন্তু তালিকায় তার নাম না থাকার কারণে শেষ পর্যন্ত তাকে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি।

ভোট কেন্দ্রের চেহারা এমন হওয়ার কথা নয়, তবুও...

: রাজনৈতিক দলগুলোর কোনো প্রভাব এর মুখোমুখি কি হতে হয়েছে?

: না তেমন একটা অসুবিধা হয়নি। অল্প স্বল্প সমস্যা তো সব কেন্দ্রেই হয়।

কেন্দ্রের সামনের রাস্তায় এলাকার সব মানুষ এসে জড়ো হয়েছে। তারা সবাই জানতে চায় কেন্দ্রের ফলাফল। উদ্বিগ্ন মুখে আমাদের বের হতে দেখেই জানতে চায়, কেন্দ্রের অবস্থা কি?

গলির মুখে দাঁড়িয়ে বিএনপি প্রার্থী নাসির উদ্দীন পিন্টু। দলীয় নেতাদের কাছ থেকে এই কেন্দ্রে তার অবস্থা সম্পর্কে খবর নিচ্ছেন। তার কাছে জানতে চাইলাম–

: আপনার আসনে নির্বাচনের অবস্থা কি?

: খুব একটা ভালো না। ৬৫ ও ৬৬ নং ওয়ার্ডে আমার পোলিং এজেন্টদের বের করে দেয়। সেখানে পরে যারা ভোট দিতে যায় তাদের হাতে কালি না লাগাইয়া ব্যালট পেপার দিয়া দেয়। কামরাঙ্গীর চরে দুই-একটি ওয়ার্ডেও জাল ভোট দেয়।

: জাল ভোট কত পড়েছে বলে আপনি মনে করেন?

: প্রায় ১২ হাজারের ওপরে জাল ভোট পড়েছে।

এলাকাবাসীর কাছ থেকে জানা গেল কামরাঙ্গীর চরে ৬১ হাজার ৮০০ ভোট আছে। এর মধ্যে জাল ভোটের সংখ্যা ২০ হাজারের মত। গতকাল প্রধান দুই দলের প্রার্থী সেখানে টাকা বিলিয়েছেন বলে অভিযোগ করেন তারা। কামরাঙ্গীর চরে একজন ভোটারকে পাওয়া গেল। তিনি জানালেন বাদশাহ মিয়া স্কুলে আওয়ামী লীগের স্লিপ নিয়ে যারা ভোট দিতে গিয়েছেন, তাদের হাতে কালি লাগানো হয়নি।

৫.৩০ : সব কেন্দ্রের সামনে ভোটারদের অধীর অপেক্ষা। তারা জানতে চায় আসল খবর। তেঁজগাও আসনের ইস্পাহানী বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে এ ধরনের ভিড়। সেনাবাহিনী ৪০০ গজের মধ্যে কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না। ৭৪ নং কেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং এজেন্ট এবং পর্যবেক্ষকদের সামনে ব্যালট বাক্স খুলে ফেললেন। ভাজ করা ব্যালট পেপার সারা মেঝে জুড়ে। সহকারী প্রিজাইডিং অফিসাররা প্রথমে ব্যালট পেপারগুলোকে মার্কা হিসেবে আলাদা করছেন। গেট দিয়ে বের হবার সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেতারা এগিয়ে এলেন...

: ভাই গুনতে কি শুরু করেছে? কে বেশি ভোট পেয়েছে জানেন...

: এখন মাত্র গোনা শুরু করলো এখনও অনেক দেরি।

৬.০০ : টঙ্গী ডাইভারশন রোডে গাড়ি নেই, আছে মানুষ। কেন্দ্রগুলোর সামনে মানুষের ভিড়। নির্বাচনী ক্যাম্পগুলোতে টেলিভিশন চলছে। নির্বাচনী খবর শুনছে সবাই।

৭.১৫ : ৭৪ নং ওয়ার্ডে আবার ফিরে এলাম। পোলিং এজেন্টরা কাগজে হিসাব করা ফলাফল লিখে ফেলেছে। এই কেন্দ্রে ২২৪৮ জন পুরুষ ও ১১৭২ জন মহিলা ভোটার ছিল। প্রাপ্ত ভোটের মধ্যে নৌকা পেয়েছে ৮৬৭টি ভোট, ধানের শীষ পেয়েছে ৫২১টি ভোট ও লাঙ্গল পেয়েছে ২৬টি ভোট।

বাইরে অপেক্ষমাণ মানুষের সংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়ছে। এরা সবাই জানতে চায় তাদের ভোট দেওয়া প্রার্থীর কি অবস্থান?